প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (ফেব্রুয়ারি 26, 2026)

26 ফেব্রুয়ারি, 2026

ইসরায়েলে তার রাষ্ট্রীয় সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জেরুজালেমে 26 ফেব্রুয়ারি 2026 তারিখে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মহামহিম শ্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সরকারি বৈঠক করেন।

2. দুই প্রধানমন্ত্রী ভারত–ইসরায়েল অংশীদারিত্বের সমগ্র দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। দুই দেশের মধ্যে গভীর আস্থা ও বন্ধুত্বের প্রতিফলন হিসেবে নেতৃবৃন্দ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে "শান্তি, উদ্ভাবন ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব"-এ উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেন। এই উন্নীতকরণ দুই দেশের ক্রমবর্ধমান স্বার্থের অভিন্নতা এবং একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য তাদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক।

3. উভয় নেতা সব ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, মহাকাশ, জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে সম্মত হন। তারা কৃষি, জল ব্যবস্থাপনা, স্টার্ট-আপ, ফিনটেক, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, জৈবপ্রযুক্তি এবং উন্নত ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে ভারত–ইসরায়েল অংশীদারিত্বের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। দুই নেতা জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ আরও জোরদার করতে সহায়ক হবে এমন গতিশীলতা অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের নতুন উদ্যোগগুলোকে স্বাগত জানান। প্রস্তাবিত ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট দ্রুত সমাপ্তির আহ্বান জানিয়ে তারা উল্লেখ করেন যে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি, ইন্ডিয়া–ইসরায়েল ইনোভেশন ব্রিজ, ইন্ডিয়া–ইসরায়েল কৃষি উদ্ভাবন কেন্দ্র এবং ইন্ডিয়া–ইসরায়েল শিল্প গবেষণা ও উদ্ভাবন তহবিল, এই উদ্যোগগুলো দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, উদ্যোক্তা ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করবে। তারা AI, সেমিকন্ডাক্টর, কোয়ান্টাম এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আহ্বান জানান, যাতে ভারতের দক্ষ মানবসম্পদ ও ইসরায়েলের উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বয় ঘটানো যায়।

4. দুই নেতা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়সমূহ নিয়েও আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী গাজা শান্তি পরিকল্পনার প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে এই উদ্যোগটি অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বয়ে আনবে। দুই নেতা IMEC এবং I2U2 উদ্যোগে দুই দেশের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আহ্বান জানান. তারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াইকে আরও জোরদার করার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন। সন্ত্রাসবাদের

বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে ইসরায়েলের সমর্থনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

5. আলোচনার পর একাধিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক বিনিময় করা হয়। রাষ্ট্রীয় সফর উপলক্ষে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে একটি যৌথ বিবৃতি গৃহীত হয় [Link]।

6. প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু-কে তার আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।

জেরুজালেম

26 ফেব্রুয়ারি, 2026